আলিবাবা

আলিবাবা

পূর্ণ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক—

এম, চক্রবর্ত্তী

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩

মূল্য—৫·০০

মুদ্রাকর :

ইম্প্রেশান প্রব্লেম

২৭, তারক চ্যাটার্জী লেন

কলিকাতা-৫

তাব্রিজ ইরাণের একটি ছোট্ট সহর। সেই সহরে থাকে দুই ভাই। কাশেম আর আলিবাবা। গরীব গেরস্থ ঘরের ছেলে। বাপ মারা যাওয়ার সময় মাত্র দুখানি মেটে ঘর ও গোটা তিনেক গাধা ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারে নি।

বড় ছেলে কাশেম ছিল ভারী চতুর। এক ধনী সওদাগরের নজরে পড়ে তার বরাত গেল ফিরে। সওদাগর তার একমাত্র মেয়ে হালেদার সঙ্গে কাশেমের বিয়ে দিয়ে ঘরেই রেখে দিলে।

ছোট আলিবাবা ছিল সোজা সরল মানুষ। সে বিয়ে করলে একটি গরীবের মেয়ে। একটি ছেলেও হলো। এবার ভাবনায় পড়লো আলিবাবা। তিন তিনটে প্রাণী সংসার চলে কি করে? ঘরে যা কিছু ছিল তাতো প্রায় শেষ! কোন কাজ কর্মও জানে না যে করে খাবে। বড় ভায়ের কাছে গিয়েছিলো যদি কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সে মোটেই আমল দিলে না।

ভেবে চিন্তে আলিবাবা ধরলো কাঠুরের কাজ। রোজ সকালে কুড়ুল, দড়ি আর দুটো গাধা নিয়ে চলে যায় সে—ই দূর পাহাড়ে। সারাদিন কাঠ কেটে গাধার পিঠে বোঝাই দেয়। আর সেগুলো এনে সহরে বিক্রী করে। তাতেই এক রকম চলে যায় তার ছোট্ট সংসার।

এইভাবে দিন যায়। একদিন আলিবাবা কাঠ কাটতে কাটতে চলে গেছে একেবারে পাহাড়ের ঠিক মধ্যিখানে। বেলা তখন এই দুপুর। পাহাড়ের ওপারেই আকাশ ছোঁয়া মরুভূমি। সেদিকে নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়ালো। বহুদূরে সেখানে মাটির সাথে মিশে গেছে নীল আকাশ, সেখানে বেশ খানিকটা যায়গা জুড়ে হয়ে গেছে ধুলোয় ধুলোময়।

মরু-ঝড় ভেবে আলিবাবা আর তাকালেনা সেদিক পানে। তাড়াতাড়ি কাঠগুলো বেঁধে উঠে

দাঁড়ালো। কিন্তু এ কি? ঝড়টা যে কাছেই এসে পড়লো! ভুরুদুটির উপর হাত রেখে সে একটু এগিয়ে গেলো। কি সর্ব্বনাশ! এ তো ঝড় নয়, ডাকাতের দল! ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে এদিক পানে। পাহাড়েই আসছে বোধ হয়!

আলিবাবা তক্ষুণি কাঠের বোঝা দুটোকে লুকিয়ে ফেললে জঙ্গলের ভেতর। তারপর গাধা দুটোকে গভীর বনের মধ্যে বেঁধে রেখে বেরিয়ে এলো। সামনেই ছিল এক মস্ত বড় উঁচু গাছ। আলিবাবা তাড়াতাড়ি উঠে বসলো তার উপর—একেবারে মগডালে; ঘন ডালপালার ভেতর লুকিয়ে। সেখান থেকে বেশ দেখা যায় নীচের সব কিছুই।

পাহাড় ভেঙ্গে ডাকাতরা এসে ঘোড়া থামালো ঠিক সেই গাছের নীচে। এক দুই করে চল্লিশজন।

ইয়া গোঁফ—ইয়া দাড়ী—কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম। দেখে প্রাণ আঁৎকে ওঠে। প্রত্যেক ঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল ভর্ত্তি একটা করে বড় চামড়ার থলে।

পাশেই ঝোপ জঙ্গলে ঘেরা মস্ত বড় এক টিলা। ঘোড়া থেকে নেমেই ডাকাতরা যে যার থলে কাঁধে

সারবন্দি দাঁড়িয়ে গেলো সেখানে। বেশ লম্বা চওড়া একখানি পাথর থাড়া এঁটে আছে টিলার গায়ে। ডাকাত-সর্দার তার সামনে গিয়ে হাঁকলে "সীসেম—দরওয়াজা খোল্"—সঙ্গে সঙ্গে পাথরখানা সরে গেলো এক পাশে—বেরুলো সেখানে এক অন্ধকার গুহা।

সকলে গিয়ে তার ভেতর ঢুকলো। অমনি পাথর খানা সরে এসে আপনাআপনি আবার গুহাটি বন্ধ হয়ে গেলো।

আলিবাবা বুঝলে এ হচ্ছে ডাকাতদের লুঠের মাল রাখবার মালখানা। বেড়ে যায়গাটি পেয়েছেতো? কাক পক্ষীরও টের পাবার উপায় নেই এর হদিস। চুপ করে বসে রইলো সে। নজর সেই পাথরখানার উপর।

অনেকক্ষণ পর আবার গুহার ভেতর সেই শব্দ "সীসেম দরওয়াজা খোল—" পাথরখানা তেমনি সরে গেলো। ডাকাতরা একে একে থলে হাতে বেরিয়ে এলো। দরজাও বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর যে যার ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লো নূতন শিকারের খোঁজে।

আলিবাবা ঠায় চেয়ে রইলো সেদিক পানে। দেখতে দেখতে তারা মিলিয়ে গেলো মরুভূমির বুকে। অমনি সে গাছ থেকে নেমে সেই পাথরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কথাটি তার মুখস্থ হয়ে গেছে। দু একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হাঁক দিলে "সীসেম! দর-ওয়াজা খোল"—হড়হড় করে সরে গেলো পাথরখানা। কি দারুণ অন্ধকার গুহা! ভয়ে ভয়ে আলিবাবা। মুখ বাড়ালে তার ভেতর। আরে এতো গুহা নয়। মস্ত বড় কোঠা বাড়ী। আলোয় আলো ঝলমল।

সোনা দানা হীরে জহরতে বোঝাই—এক্কেবারে ছাতে গিয়ে ঠেকেছে। বাইরে থেকে বোঝবারই উপায় নেই!

ভেতরে ঢুকে আলিবাবা ঘুরে দেখলে সব কিছু। এক ধারে পড়ে আছে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনার মোহর। ভেবে চিন্তে সে দু বস্তা মোহর নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর গাধা দুটোকে এনে তাদের পিঠে চাপালে সেই মোহরের বস্তা। পাছে কেউ দেখতে পায় তাই বস্তা দুটোর ওপর বেশ করে দিলে কাঠ চাপা।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে। সবশুদ্ধ আলিবাবা সোজা একেবারে বাড়ী চলে এল। বাজারে আর গেলনা।

বস্তা দুটো নিয়ে আলিবাবা ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলে। কাঁড়ি কাঁড়ি মোহর দেখে আলিবাবার বোঁত' একেবারে হতভম্ব! "এ করেছো কি? কার সর্ব্বনাশ করে এলে গো? ছিঃ, ছিঃ—" বাধা দিয়ে আলিবাবা বললে, "চুপ!

চুপ! কারও সর্ব্বনাশ করিনি। খোদা দিয়েছেন।" বৌয়ের কাছে সব প্রকাশ করে আলিবাবা বললে "মোহরগুলো গুণে রাখলে হয় না?"

বৌ বললে "গুণতে গিয়ে যে রাত কাবার হয়ে যাবে। লোক জানাজানি হলে আর রক্ষে থাকবে না। তার চেয়ে মেপে রাখাই ভাল!"

আলিবাবা বললে "মেপে রাখলেও চলে। তা মাপবে কি দিয়ে?"

বৌ বললে "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবেনা। আমি কারু কাছ থেকে কুন্‌কে একটি চেয়ে নিয়ে আসছি। তুমি ততক্ষণ মেজের একপাশে বেশ বড় করে একটা গর্ত্ত খুঁড়ে রাখো। মাপা হয়ে গেলে আমাদের বড় জালা দুটি বোঝাই করে পুতে রাখতে হবে, বুঝলে?"

আলিবাবা গর্ত্ত খুঁড়তে লেগে গেলো আর বৌ বেরিয়ে পড়লো কুন্‌কে আনতে। রাত বিরেতে কোথায় আর কার কাছে যাবে, কে কি ভাববে! তার চেয়ে হালেদা বিবির কাছ থেকেই চেয়ে আনা ভাল। হাজার হোক আপন জনতো। ভেবে চিন্তে সে হালেদার কাছে গিয়ে তার কুন্‌কেটা চাইলো।

"এতরাত্রে কুন্‌কে দিয়ে কি করবিরে? বস বস।" —হালেদা মাদুরখানা দেখিয়ে দিলে।

বো বললে "না ভাই এখন আর বসবোনা। তোমার কুন্‌কেটা দাও, এক্ষুণি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

হালেদা দেখলে আলিবাবার বোয়ের মুখে কেমন যেন চঞ্চল ভাব। সন্দেহ হলো তার। কুন্‌কে দিয়ে ও কি মাপবে! এতরাত্রে? চালাক মেয়ে হালেদা। সন্দেহ চেপে বললে "কি রকম কুন্‌কে চাইরে—বড় না ছোট?"

ঢোঁক গিলে বো বললে "তা—তা—ছোট—বড়—যা হয় একটা—ছোট্টই দাওনা ভাই আর দেরী করতে পারিনে।" উস্‌খুস্ করতে লাগলো সে।

হালেদা উঠে গেলো। নির্ঘাৎ কিছু হয়েছে, নইলে ও এরকম করছে কেন। "আচ্ছা"—একটি ছোট কুন্‌কের পেছনে খানিকটা আঠা লাগিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো "এই নে ভাই শিগ্‌গির আবার দিয়ে যাস। জানিস তো খানাপিনার পর আমি আবার বেশীক্ষণ বসতে পারিনে।"

"তাতো জানিই ভাই। একটু অপেক্ষা কর এক্ষুণি তোমার কুনকে ফিরে দিয়ে যাচ্ছি।" কুন্‌কে হাতে আলিবাবার বো একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেলো।

হালেদাতো অবাক! "এত ছোটাছুটি? তবে কিছু হয়েছেই নিঘ্যাৎ! যাক কায়দা যা করেছি যাই মাপুক

তার চিহ্ন কিছু না কিছু ওতে ধরা পড়বেই।" বারান্দায় বসে ভাবতে লাগলো হালেদা।

বাড়ী পৌঁছেই বৌ সমস্ত মোহর মেপে জালায় ভর্ত্তি করলে। তারপর জালা দুটোর মুখ বেঁধে গর্ত্তে ফেলে মাটি চাপা দিলে। "যাক এতক্ষণে বাঁচা গেল বাপু, এখন কুন্‌কেটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি।" হালেদা বসে অপেক্ষা করছে। আলির বৌ এসেই কুন্‌কেটি দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলো, বসলোনা।

ঘরের ভেতর বাতিদানে মোমবাতি জ্বলছিলো। হালেদা তার কাছে গিয়ে কুন্‌কেটি উল্টে ধরলো। আঠার গায়ে এঁটে আছে ঝক্‌ঝকে সোনার মোহর! "এঁ্যা! দিনান্তে পেট ভরা রুটি মেলেনা! আর সে কিনা আজ কুন্‌কেতে করে মোহর মাপে? হা—নসিব! আমি কোথা যাব গো—" বুক চাপড়ে আর্ত্ত-নাদ করে উঠলো হালেদা।

পাশের ঘরেই জামা কাপড় ছাড়ছিলো কাশেম।

এইমাত্র সে দোকান থেকে ফিরেছে। হালেদার হা হুতাশ শুনে ছুটে এলো "কি হলো গো, এরকম করছো যে? অসুখ বিসুখ করেনিতো?"

"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! এই দেখ।" হালেদা কুন্‌কের তলায় আঁটা মোহরটি দেখালে।

কাশেম তো অবাক! "এ যে দেখছি সোণার মোহর। এক্কেবারে সাবেকী জিনিষ। তা এখানে এলো কি করে?"

হালেদা তখন সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললে "এইত তোমার ভায়ের কাণ্ড। আর তুমি কিনা বল সে আকাট মুখ্যু, সরল, কোন কালে ওর কিছু হবেনা। কিন্তু দেখলেতো তার বুদ্ধির খেল? তোমাকে এক হাটে কিনে আর হাটে বিক্রী করতে পারে।"

চুপ করে ভাবতে লাগলো কাশেম। একটা আকাট মূর্খ, ও কি করে এত মোহর পেলে যে কুন্‌কেতে করে মেপে রাখতে হয়!

ঝংকার দিয়ে উঠলো হালেদা "বড় যে চুপ করে রইলে? একটা আকাট মুখ্যু এত ধন দৌলতের মালিক হলো, আর তুমি সারা জীবন করলে কি?"

কাশেম বললে "তুমি তাহলে কি করতে বল?" হালেদা বললে "এক্ষুণি গিয়ে জেনে এসো কোথায় সে এত মোহর পেলে? কাঁড়ি কাঁড়ি মোহর নিয়ে এলো

অথচ কিছুই জানতে দিলেনা। কেন আমরা কি তার কেউ নই?"

একটু ইতঃস্তত করে কাশেম বললে, "এক্ষুণি না গেলে হয়না?"

"না—না—হয়না—যাও—যে ভাবেই হোক এর হদিস জানা চাই"—ধম্‌কে উঠলো হালেদা।

কি আর করা যায়! বৌয়ের দৌলতেই সব। তক্ষুনি যেতে হলো আলিবাবার কুঁড়েয়।

চারিদিক নিঝুম দর—জা ঠেলে কাশেম ডাকলো "আলি—ও আলি—জেগে আছিস রে"—

"কে?" ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো আলিবাবা।

কাশেম বললে "আমি, কাশেম, একবার বেরিয়ে আয়তো।"

কি রকম? এই নিশুতি রাতে কাশেম তার কুঁড়েয়? দরজা খুলে আলিবাবা বেরিয়ে এলো। "কি হয়েছে ভাইসাহাব? এতরাত্রে তুমি এখানে?"

চোখ মুখ ঘুরিয়ে কাশেম বললে "তুই সুরু করেছিস কি? চুরি ডাকাতি করে বাপ পিতামোর নাম ডোবাতে বসেছিস? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

ধক্ করে উঠলো আলিবাবার বুক। আমতা আমতা করে বললে "কি বলছো ভাই সাহাব? আমি করেছি চুরি ডাকাতি?"

"আবার সাধু সাজা হচ্ছে। আলোটা জ্বেলে আনতো দেখাচ্ছি তোর কীর্ত্তি।" ঝাঁঝিয়ে উঠলো কাশেম।

কি জানি কি? ভয়ে ভয়ে আলিবাবা আলো নিয়ে এলো। কুন্‌কের উল্টো পিঠটা আলোর সামনে ধরে কাশেম বললে "দেখতো এটা কি? কোথায় পেলি এসব?" ভয়ে আলিবাবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বোকা বৌটা সব নষ্ট করলে। মুখ দিয়ে কথা সরলোনা তার।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো কাশেম "চুপ করে রইলেই কি পার পাবি মনে করেছিস? কোথায় পেলি এত মোহর বল। নইলে কালই আমি সব কাজীর কানে তুলবো তখন টের পাবি মজাটা।"

আলিবাবা দেখলে বিষম বিপদ। টাকার জন্য কাশেম না করতে পারে এমন কাজ নেই। ভয়ে ভয়ে সে বললে "বলতে আর আপত্তি কি ভাইসাহাব, কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই।"

"যাই হোক, ওতে আমি ভয় করিনে। বল কোথা থেকে এত মোহর পেলি? আমি যাব সেখানে।" ব্যস্ত হয়ে কাশেম আলিবাবার হাত চেপে ধরলো।

আলিবাবা বললে "যাবে তো মোদ্দা—খুব হুঁশিয়ার! কোন রকম জানাজানি হলে"......... বাধা দিয়ে কাশেম বললে "আরে রাখ তোর হুঁশিয়ারী! তোমার গিয়ে টাকাকড়ি নিয়েই কারবার করলাম জনমভোর। আজ তুই এসেছিস আমায় হুঁশিয়ার করতে?"

আলিবাবা তখন সব কথা প্রকাশ করে বললো। শুনে কাশেমের চোখ দুটো উঠলো কপালে। দুহাতে আলিবাবার হাত চেপে ধরে বললে "আলি ভাই! কালই আমাকে তুই সেখানে নিয়ে চল, নইলে প্রাণে বাঁচবো না।"

আলিবাবা আর করে কি ? রাজী হতেই হলো।

বাড়ী এসেও কাশেমের মনে সোয়াস্তি নেই। সারা-রাত ঘুম হলোনা। ভোর হতেই সে হাজির হলো আলিবাবার কুঁড়েয়। সঙ্গে দশটা বড় বড় ঘোড়া। প্রত্যেক ঘোড়ার পিঠে দুটো করে বড় বড় থলে বাঁধা।

বাব্বাঃ! তর আর সয়না! বিরক্তি চেপে আলি-বাবা বেরিয়ে পড়লো কাশেমের সাথে। তারপর গুহার সামনে গিয়ে সে পাথরখানি দেখিয়ে বললে "ঐ হচ্ছে গুহার দরজা। ওর কাছে দাঁড়িয়ে শুধু একবার বলবে 'সীসেম দরওয়াজা খোল্', অমনি দেখবে পাথরখানি সরে গেছে। তারপর ভেতরে ঢুকলেই দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। আবার ঐ কথা না বললে কিছুতেই খুলবেনা। মনে থাকবেত সব ?—না হলে কিন্তু বিপদ।"

কাশেম বললে "যা দিকিনি এখন তুই। খুব মনে থাকবে। ও সব তুক্‌তাক্ আমার কিছু কিছু জানা আছে, হুঃ!"

আলিবাবা চলে গেলো। কাশেম তখন থলেগুলো ঘাড়ে করে পাথরখানার সামনে এসে বললে, "সীসেম দরওয়াজা খোল্"—অমনি পাথরখানা একপাশে সরে গেলো। কাশেম ঢুকলো গুহার ভেতর। আপনা আপনি আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। সেদিকে

ভ্রূক্ষেপও নেই। গুহাময় কাঁড়ি কাঁড়ি হীরে মোতি, চুণী, পান্না আর মোহরের ছড়াছড়ি! কাশেমের মাথা ঘুরে গেলো। "হাঃ—হাঃ—হাঃ—বাদশাহ্ সোলেমানের তোষাখানাও এর কাছে কিছুই নয়। আজ থেকে এসবের একমাত্র মালিক আমি! সব আমার—আমার—আমার—" পাগলের মত হেসে উঠলো কাশেম। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আগে নেবে ঠাহর করতে পারলেনা। শেষে বহু ভেবে চিন্তে ঠিক করলে আগে মোহরগুলোই পাচার করা যাক।

একে একে সে থলের ভেতর ভর্ত্তি করলে সোনার মোহর যত ধরে—ঠেসেঠুসে। তারপর সব টেনে নিয়ে এলো দরজার মুখে, দরজাতো বন্ধ। "ওঃ হোঃ—সেই কথাটাত বলতে হবে। এ্যাঁ! ভুলে গেলাম নাকি? কি—কি—কি যেন? দূর ছাই মনেও আসছেনা যে।" অস্থির হয়ে কাশেম আবোল তাবোল বক্‌তে লাগলো। দরজা নড়লোও না! পাগলের মত সে তখন দমাদ্দম লাথি চালাতে লাগলো দরজার উপর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

ভয়ে কাশেমের গলা শুকিয়ে কাঠ! হাত পা অবশ। "আলিরে আলি সেই কথাটা?" ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। এমন সময় হড় হড় করে সরে গেলো সেই পাথরখানা। "যাক বাঁচা গেলো!" উঠে

দাঁড়ালো কাশেম—সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে হেড়ে গলায় আওয়াজ হলো "মালখানায় লোক ঢুকেছে—সব হুঁশিয়ার"—গুহার মুখে সারবন্দি দাঁড়িয়ে গেল চল্লিশ জোয়ান। হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। "সর্ব্বনাশ! ডাকাতরা এসে পড়েছে।"

ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো কাশেম।

ডাকাতদের সর্দ্দার সামনে এসে বললে "কে তুই?"

"আ—আ—আমি? এ—এই ফকির মানুষ হুজুর।" গলার স্বর আটকে যাচ্ছে, কথা বলতে পারছে না কাশেম। ঘাড় ধরে সর্দ্দার তাকে মাটিতে ফেলে দিলে। দেখলে থলের পর থলে সাজানো। মোহর ভর্ত্তি!

"তবে রে চো—র! শেরের গর্ত্তে ঢুকেছিস চুরি করতে? শয়তানটাকে বানিয়ে দেতোরে ঘ্যাচ্‌ ঘ্যাচ্‌ ঘ্যাচাং—এক্কেবারে চার ফালি।" চুলের ঝুটি ধরে সর্দ্দার একরকম ছুড়েই ফেলে দিলে কাশেমকে সেই জোয়ানদের সামনে। ঝক্ ঝক্ নাঙ্গা তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে উঠলো চারিদিকে! সঙ্গে সঙ্গে কাশেমের দেহ কেটে চার ফালি। ফিন্‌কি দিয়ে ছুটলো লাল রক্তের ফোয়ারা। ডাকাতরা সেই চারফালি ঝুলিয়ে রাখলে গুহার চার কোণে। তারপর বেরিয়ে চলে গেলো।

এদিকে হালেদার আর সময় কাটেনা। কখন আসবে কাশেম থলে ভর্ত্তি মোহর নিয়ে। বড় বড় সিন্দুক কয়েকটা সে খালি করে রেখেছে মোহর রাখবার জন্যে। কিন্ত কোথায় সে ?

দিন গিয়ে রাত এলো তবুও কাসেমের দেখা নেই। ভয়ে হালেদার বুক করতে লাগলো ধুক্ ধুক্। ক্রমে রাত ঘনিয়ে এলো। বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। হালেদা তখন চুপি চুপি আলিবাবার বাড়ী এসে দরজায় টোকা মারলে। ঘুম ভেঙ্গে গেলো আলিবাবার! বিছানা থেকেই বললে "কে ?" ধরা গলায় হালেদা বললে "ভাই আলি! আমি—তোমার ভায়ের বৌ। দরজাটা একবার খোলো।"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরোলো আলিবাবা "এত রাত্রে তুমি একা ? ভাইসাহাব কোথায় ?"

"সেই কথাইতো বলতে এলাম রে ভাই! এখনো সে ফেরেনি, ভয়ে আমার প্রাণ আই ঢাই করছে।" ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো হালেদা।

"বল কি ? এখনো ফেরেনি ? এতো সুবিধের কথা নয়।" "নয়ইতো রে ভাই। আমিই তাকে বলে কয়ে পাঠিয়েছি এখন ভালয় ভালয় ফিরে এলে বাঁচি।" হালেদা বসে পড়লো কাঁদতে কাঁদতে।

আলিবাবা চুপ। তার চোখের সামনে ঘুরছে

সেই গুহা আর ডাকাতের দল, হাতে নাঙ্গা তলোয়ার !

আলির বৌ হালেদাকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে কি তা শোনে? কেবল মাথা কপাল কুটে আর কাঁদে।

আলিবাবা তখন তাকে বুঝিয়ে বললে "না জেনে শুনে এত অস্থির হচ্ছ কেন বিবি? ভাইসাব চালাক লোক। রাত বিরেতে এত মাল পত্তর নিয়ে পথ চলা ঠিক নয়। কখন কে কি করে বসে। তাই বোধ হয় সে সহরে ঢোকেনি। ভোর হলেই চলে আসবে।"

"না—না! আমার মন বলছে যেন কিছু একটা হয়েছে। একবার যাওনা ভাইটি আমার—তুমি খোঁজ না নিলে আর কে নেবে বল?" কেঁদে লুটোপুটি খেতে লাগলো হালেদা।

হাজার হোক মায়ের পেটের ভাইতো? আলিবাবাকে বেরুতেই হলো। যাবার পথে হালেদাকে তার বাড়ী পোঁছে দিয়ে বলে গেলো যেন সে এনিয়ে কোন হৈ চৈ না করে। তাহলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।

সহরের পরেই খোলা মাঠ ধূ ধূ করছে। তারপর সুরু হয়েছে পাহাড়। চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে আছে সব। মাঠ পার হয়ে আলিবাবা ঢুকলো।

পাহাড়ের ভেতর। তারপর ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে এসে দাঁড়ালো গুহার সামনে। কি সর্ব্বনাশ। এখানে সেখানে যে চাপ চাপ রক্তের দাগ। তবে কি ?—

কষ্টে সামনে গিয়ে সে হাঁকলে "সীসেম দরওয়াজা খোল্।"

সরে গেলো পাথরখানা।

গুহার ভেতর ঢুকেই আলিবাবা চম্‌কে উঠ্‌লো। যা ভয় করেছিলো তাই। গুহার চার কোনে ঝুলছে কাশেমের দেহের চার টুকরো। চোখ ফেটে তার জল

পড়তে লাগলো। কিন্তু উপায় কি লাস সরাতেই হবে।

দরজার ডান পাশে পড়েছিলো কাশেমের সেই মোহর ভর্ত্তি থলেগুলো। তারই একটা খালি করে আলিবাবা তার ভেতর লাসের টুকরো চারিটি পুরলো। তারপর থলেটি নিয়ে একেবারে হাজির হলো কাশেমের বাড়ী।

তখন বেশ রাত রয়েছে। আস্তে দরজায় টোকা দিলে আলিবাবা। আগেই সব বন্দোবস্ত করা ছিল। টোকা দিতেই দরজা খুলে দিলো বাঁদী মর্জ্জিনা। যেমন রূপ তেমন গুণ—ভারী চালাক মেয়ে সে।

ভেতরে ঢুকেই আলিবাবা দরজায় খিল এঁটে দিলে। তারপর তার কাছে সব কথা প্রকাশ করে বললে। "লাসতো নিয়ে এলামরে মর্জ্জিয়ানা। এখন টুকরোগুলো জুড়ে দিতে হবে। তারপর ওটাকে বিছানায় লেপ চাপা দিয়ে রব তুলে দেওয়া হবে কাশেমের শক্ত অসুখ, বাঁচে কি না বাঁচে। তুই দিনে রাতে বার কয়েক হেকিমের বাড়ী যাতায়াত করবি। ওষুধ নিয়ে আসবি। দিন দুই পর রব তুলবো কাশেম মারা গেছে। তখন সকলকে ডেকে কবর দিয়ে ফেল্লেই আর কি ভাবনা। কি বলিস তুই?"

ব্যাপার বুঝলে মর্জ্জিয়ানা। বললে "আপনি

থলেটা একেবারে সাহেবের শোবার ঘরে নিয়ে যান। আমি ততক্ষণ একটি মুচি নিয়ে আসি ভাল দেখে।" পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

তখন চাঁদের আলো প্রায় নিভে আসছে। রাস্তা ধরে চলেছে মর্জিয়ানা। দুধারে সারবন্দি দোকান। সবই যে বন্ধ! চিন্তিত হয়ে এগিয়ে চললো সে। আরে! ঐতো একটি দোকান খোলা। দোকানের দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালো মর্জিনা। "বাবা মোস্তাফা না? হাঁ সেইতো। বাঃ! ঐ মিটমিটে আলোয় তোফা হাত চালাচ্ছে তো। একে দিয়েই কাজ হবে।"

দরজার সামনে গিয়ে সে ডাকলো "বাবা মোস্তাফা" —মাথা তুলে দেখলে মোস্তাফা। দরজার ওপর দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। একেবারে বেহেস্তের হুরী। যেমন রং, তেমন গড়ন, আর কি মিষ্টি গলার আওয়াজ!

বুড়ো বললে "কিরে বেটী?"

"ঐ তো আলোর ছিরি—ওতে তুমি দেখতে পাচ্ছো, কি করে যে এত তাড়াতাড়ি সেলাই করে যাচ্ছো।" মর্জিয়ানা একেবারে বুড়োর পাশে এসে বসলো।

হেসে উঠ্‌লো মোস্তাফা "কসরৎরে বেটী। সবই হাতের কসরৎ। দেনা আমার চোখ দুটো বেঁধে। দেখবি হাত আমার সমান চলবে। ভুল হবে না মোটেই।"

মর্জ্জিয়ানা বললে "তাতো বটেই—তাতো বটেই —তোমার মত পুরাণো ওস্তাদতো এতল্লাটে দুটি নেই তা সব্বাই জানে।"

মাথা নেড়ে মোস্তাফা বললে "কিন্তু তাতে হলো কিরে বেটি? ভাঙ্গা ঘর আর ছেঁড়া আচকানতো ঘুচলোনা।"

মর্জ্জিয়ানা বললে "যদি আমার কথা শোন তবে তোমার এ কষ্ট আর থাকবে না।"

হাতের কাজ রেখে বুড়ো বললে "বলনারে বেটী কি তোর কথা?"

মর্জ্জিয়ানা বললে "আমি তোমাকে এক যায়গায় নিয়ে যাবো। সেখানে কিছু সেলায়ের কাজ আছে। ইনাম এক রেকাবী ভর্ত্তি সোনার মোহর।

"ইয়া আল্লা! এক থা—লা সোনার মো—হ—র" বুড়ো চোখ কপালে তুলে হা করে রইলো।

"হাঁ. কাজ শেষ হলে ঐ ইনামই পাবে। রাজী থাকোতো সেলায়ের সব কিছু নিয়ে চলো আমার সঙ্গে।" মর্জ্জিয়ানা উঠে দাঁড়ালো।

"তা-তা—রাজী বৈকি! একটু দাঁড়া, আমার সব কিছু গুছিয়ে নি। তারপর দরজাটাতো বন্ধ করতে হবে; নইলে এসে দেখবো দোকানকে দোকান একেবারে ফাঁক।" তাড়াতাড়ি মোস্তাফা ছুঁচ, সুতো আর ছুরি কাঁচিগুলো গুছিয়ে নিলে তার থলের ভেতর। তারপর দুজনে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

পাড়া ছেড়েই মর্জ্জিয়ানা থেমে বললে "ওস্তাদ,

এখান থেকে তোমার চোখ দুটো বেঁধে নিয়ে যাবো, রাজী তো ?"

একটু ইতঃস্তত করে মোস্তাফা বললে "চোখ বেঁধে নিয়ে যাবি ? কোনো ফ্যাসাদে পড়বো নাতোরে বেটী ?"

মর্জ্জিয়ানা বললে "আরে না না ফ্যাসাদে পড়বে কেন ? বড় ঘরের কাজ কিনা ? তাই একটু লুকোচাপা আরকি ?"

একটু ভেবে নিলে মোস্তাফা। একথালা ভর্ত্তি সোনার মোহর ! এ কিছুতেই ছাড়া যায় না। "বাঁধরে বেটী কি বাঁধবি আমি রাজী !" রুমাল দিয়ে মর্জ্জিয়ানা মোস্তাফার চোখ দুটো বেঁধে ফেললে আচ্ছা করে। তারপর তার হাত ধরে নিয়ে এল কাশেমের বাড়ী। এক্কেবারে অন্দরে, যেখানে লাস রাখা হয়েছে।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করলে মর্জ্জিয়ানা। তার-পর মোস্তাফার চোখের বাঁধন খুলে দেখিয়ে দিলে কাটা লাসের চার ফালি "এগুলো জুড়ে দিতে হবে ওস্তাদ।"

চমকে উঠলো বুড়ো "এযে দেখছি মুর্দ্দা। এক্কেবারে চার ফালি ! তোবা—তোবা—" চোখে মুখে তার ভয়ের চিহ্ন।

"হাঁ এগুলি সেলাই করে গোটা বানিয়ে দিতে

হবে। তারপর পাবে ইনাম, ঐ দেখ!" মোহরের রেকাবিখানি দেখিয়ে দিলে মর্জ্জিয়ানা।

বেশ বড় রেকাবীখানা। মিট্‌মিটে আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে মোহরের রাশ। জ্বলে উঠলো মোস্তাফার চোখ দুটো। মোহরতো দূরের কথা। এতগুলি পয়সাও একসঙ্গে দেখেনি সে!

আর কথা নেই। তক্ষুণি ছুঁচ সুতো বের করে বুড়ো লেগে গেল সেলাই করতে। দেখতে দেখতে চার টুকরো জুড়ে একেবারে গোটা বানিয়ে দিলে! কে বলবে যে কাটা মুর্দ্দা!

"সাবাস বাবা মোস্তাফা! ওস্তাদ বটে তুমি। এবার নাও তোমার ইনাম।" রেকাবী ভরা মোহরগুলো বুড়োর হাতে তুলে দিলে মর্জ্জিয়ানা।

মোস্তফার খুসী আর ধরে না। মর্জ্জিয়ানা তখন আবার বুড়োর চোখ দুটো বেঁধে দোকানে নিয়ে এলো। "এখন তবে যাই বাবা মোস্তাফা। হাঁ—ওমনি জেনে রেখো একথা যেন কাক পক্ষীতেও না শোনে। বড় ঘরের বড় কথা কিনা, বুঝলে?"

"হেঃ হেঃ হেঃ—তা—কি আর বুঝিনে রে বেটী? বলে গিয়ে তিন কাল কেটে এককালে এসে ঠেকেছে। কত দেখলাম। আর এটুকে বুঝিনে, বলিস কি? নিঃসন্দেহে যা তুই! এখান থেকে কিচ্ছুই বেরুবেনা

হুঁঃ”—মোস্তাফা দাওয়ায় উঠে দরজা খুলতে লাগলো।

খুসী মনে মর্জ্জিয়ানা বাড়ী ফিরলো। পরদিন ভোরে মুর্দ্দাটা বিছানায় লেপ চাপা দিয়ে মর্জ্জিয়ানা ছুটে হাজির হেকিমের বাড়ী—একেবারে অন্দরে। কাল রাত থেকে কাশেম সাহেবের হাইজা হয়েছে ওষুধ চাই।

হাইজা শুনেই হেকিমের এদিকে হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ওষুধ দিয়ে বললে “এক্ষুণি গিয়ে খাইয়ে দাও মর্জ্জিয়ানা। আমারই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কাল থেকে কোমরে যে কি হয়েছে, সোজা হতে পারিনে ভাল করে।”

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেলো হেকিম। হাসি চেপে মর্জ্জিয়ানা বাড়ী ফিরে এলো।

এইভাবে চললো সারাদিন—কমছে কম দশ বার, সে যাতায়াত করলো হেকিমের বাড়ী। রাত দুপুরে বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো………কাশেম মারা গেছে। পরদিন খুব জাঁক জমকে হয়ে গেলো তার কবর।

দিন কয়েক পর হালেদা আলিবাবাকে ডেকে বললে “ভাই আলি! একা একাতো আর থাকতে পারি না এখানে। এত বড় বাড়ী যেন গিলে খেতে

আসছে। তুমি ভাই বো ছেলে নিয়ে আজই এখানে চলে এসো! তাহলে অনেকটা সামলাতে পারবো! বুঝলে?"

তাই সই। সেইদিন বিকেলেই আলিবাবা বো আর ছেলেকে নিয়ে এবাড়ীতে উঠে এল। দিন কয়েক চুপচাপ। একদিন রাত্রে আলিবাবা অনেকগুলো ঘোড়া আর থলে নিয়ে চলে গেলো সেই পাহাড়ে। তারপর সেই গুহা থেকে নিয়ে এলো কাঁড়ি কাঁড়ি মোহর, হীরে, জহরৎ এই সব।

পর পর কিছুদিন চল্‌লো এইভাবে। দেখতে দেখতে হীরে জহরতে মালখানা হয়ে উঠলো বোঝাই। আপাততঃ দিন কতক আলিবাবা আর ওদিক মাড়ালোনা। বেশী লোভ করলে তারও যে বড় ভায়ের দশা হবে না কে বলতে পারে?

এদিকে ডাকাতদের গুহায় ফিরেই তো চক্ষু স্থির। সেই মুর্দ্দা তো নেইই, সঙ্গে সঙ্গে গুহার অর্দ্ধেক ফাঁক।

আগুন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগলো সর্দ্দারের চোখ দুটো থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে "ওঃ! এ যে দেখছি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! আসল চোর তবে ধরা পড়েনি? একেবারে গুহাকে গুহা সাবাড় করে এনেছেরে.....ই—হি—হি—হি—হিঃ—" দুহাতে বুক চাপড়ে সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

ডাকাতরা রেগে কাঁই "কি করবো সর্দ্দার হুকুম দাও, যা বলবে তাই করবো। মোদ্দা চোরকে ধরতেই হবে!"

"হাঁ ধরতেতো হবেই ....ওর সবসুদ্ধ কেটে আগুন দিয়ে পোড়াতে হবে, তবে মিলবে আশান।" শক্ত মুঠ করে ডান হাতখানা তুলে ঝাকুনি দিলে সর্দ্দার!

"হাঁ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে! আণ্ডা বাচ্চাও রেহাই পাবে না!" গর্জ্জে উঠলো ডাকাতেরদল।

দলের একজনকে ডেকে সর্দ্দার বললে "তিনদিনের ভেতরে তোমাকে সেই শয়তানের সন্ধান এনে দিতে হবে। না পারলে গর্দ্দান। যাও এক্ষুণি......"

ছদ্মবেশে সে বেরিয়ে পড়লো সহর পানে। তারপর

খুঁজে খুঁজে এসে হাজির সেই বুড়ো মোস্তাফার দোকানে। বুড়ো ঠিক সেদিনের মতই জুতো সেলাই করছে মিট্‌মিটে আলোয় বসে। তাজ্জব বনে গেল ডাকাত। "খাশা চোখ দুটো মিঞা তোমার! এইতো আলোর নমুনা কিন্তু হাত দুখানিতো চলছে তোফা!" বুড়োর একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো ডাকাত।

'বল কি সাহেব! এই সেদিন প্রায় আঁধার ঘরে বসে একটা কাটা মুর্দ্দা সেলাই করে দিয়ে এলাম! এ আলোতো তবু পদে আছে!" তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বুড়ো মুখ তুলে চাইলে।

চম্‌কে উঠলো ডাকাত "মুর্দ্দা সেলাই করে দিয়ে এসেছো? কোথায় শুনি?"

যতমত খেয়ে বুড়ো বললে "ওঃ! না ও কিছু নয়! ও কিছু নয়!"

একমুঠো মোহর হাতে নিয়ে ডাকাত বললে "আমায় ভাড়িওনা মিঞা। কোথায় সেলাই করে দিয়েছো, দেখিয়ে দাও, এই ইনাম পাবে।"

একটু ভেবে বুড়ো বললে "বহুত আচ্ছা। তাই

হবে। তবে খালি চোখে পারবোনা। চোখ বেঁধে দিলে পায়ের ঠাওরে নিয়ে যেতে পারি সেখানে।"

মোহরগুলো বুড়োর হাতে দিয়ে ডাকাত বললে "নাও চট্ পট্ চলো আর দেরী নয়। কাজ হাসিল হলে আরো ইনাম মিলবে।"

সমস্ত গুছিয়ে চেখে মোস্তাফা বেরিয়ে পড়লো ডাকাতের সঙ্গে। তারপর পাড়া ছাড়িয়ে এসে বললো "এখন বাঁধো আমার চোখ দুটো।" লম্বা রুমাল দিয়ে চোখ দুটো বেঁধে ডাকাত বুড়োর হাত ধরলো। পায়ের ঠাওরে মোস্তাফা ঠিক চলে এলো কাশেমের বাড়ীর সামনে। বললে "এই সেই বাড়ী। ডাকাত দেখলো মস্ত বড় বাড়ী। দেউড়ির দরজা বন্ধ। নিঝুম রাত ডাকাত বললে 'ভেবে দেখো মিঞা ভুল হয়নিতো?' আরে না না ভুল করিনি মোটেই। এই সেই বাড়ী।' —ঝাঁঝিয়ে উঠলো বুড়ো।
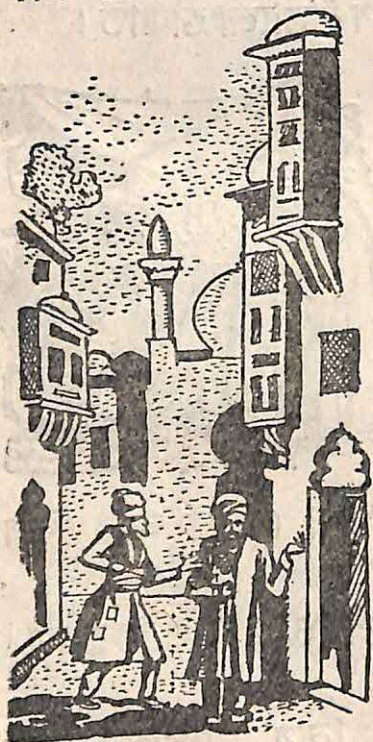
জেব থেকে এক টুকরো সাদাখড়ি বেড় করে ডাকাত তখন দেউড়ির পাশে বেশ লম্বা একটা দাগ কেটে দিলে। এ মহল্লার সব বাড়ীই প্রায় এক ধরণের। কাজের সময় হয়ত ভুল হতে পারে তাই চিহ্ন দিয়ে রাখলো। তারপর মোস্তাফার চোখ খুলে আরো এক-মুঠো মোহর দিলে তার হাতে। খুসী হয়ে বুড়ো চলে গেলো। আর ডাকাত সোজা আড্ডায় গিয়ে সর্দারকে জানালো সব কথা।

এদিকে মর্জ্জিয়ানার মনে শান্তি নেই। কত-কালের জমানো ধন দৌলৎ পাচার করে আনা হয়েছে! ডাকা-তরা কি চুপ করে আছে? নির্ঘ্যাৎ সন্ধান নিচ্ছে কে সে লোক! সব সময় চোখ কান সজাগ রেখে চলে সে।

সেদিনও মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই মর্জ্জিয়ানা বেরিয়ে দেখতে এলো—কোথাও কেউ ওৎপেতে আছে কি না এদিক ওদিক তাকিয়েই দেখতে পেলো ওমা! কথা নেই বার্ত্তা নেই দেউড়ীর পাশে লম্বা খড়ির

দাগ! ঘুরে ঘুরে দেখলো মর্জ্জিয়ানা আশে পাশের সব বাড়ী। কৈ? আর কোথাও তো ওরকম দাগ নেই! এ নির্ঘ্যাৎ সেই ডাকাত বেটাদের কাজ। "দাঁড়া শয়তানরা আমিও দেখছি"—একখানা খড়ি এনে সে আশ পাশের সব বাড়ীর দেউড়ীতে এঁকে দিলে ঠিক একই রকমের সাদা দাগ।

দুপুর বেলা ডাকাত-সর্দ্দার এলো বাড়ী দেখতে, কিন্তু এ কি! সব বাড়ীর দেউড়ীতেই যে একই রকম দাগ কাটা? বিরক্ত হয়ে চলে গেলো সর্দ্দার। সেই ডাকাতের গর্দ্দান গেলো।

পরদিন গেল আরেকজন। সেও মোস্তাফার সাহায্যে বাড়ীটি দেখে দেউড়ীর বাঁ পাশে এঁকে দিয়ে গেলো লাল খড়ির দাগ। এবারও তা মর্জ্জিয়ানার দৃষ্টি এড়াতে পারলোনা। আশ পাশের সব বাড়ীর দেউড়ির গায়ে সে কেটে রাখলে লাল খড়ির দাগ। সর্দ্দার আজও এসে ফিরে গেলো হতাশ হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে ডাকাতেরও গর্দ্দান গেলো।

"নাঃ, এসব আহাম্মক দিয়ে কাজ হবে না। বিরক্ত হয়ে সর্দ্দার নিজেই বেরিয়ে পড়লো। তারপর মোস্তাফার সাহায্যে কাশেমের বাড়ীটি বেশ করে দেখে শুনে ফিরে গেল আড্ডায়।

পরদিন সর্দ্দার করলে কি—আটত্রিশটি বড় বড়

জালা কিনে এনে তার একটিতে তেল ভর্ত্তি করলে একেবারে গলা পর্য্যন্ত। তারপর উনিশটি বড় বড় ঘোড়ার পিঠে চাপালে সবগুলো—দু দুটো করে বেঁধে। প্রত্যেক জালার মধ্যে বসিয়ে রাখলো একজন করে ডাকাত, হাতে নাঙ্গা তলোয়ার।

সব গোছগাছ করে সর্দ্দার বললে "দেখ যখনি জালার গায়ে ঢিল পড়বে, অমনি বেরিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সব এক্কে—বা—রে ঘ্যাচা ঘ্যাচ্ কেটে সাবাড় করবি টুঁশব্দটি করতে দিবিনে কাউকে।"

তারপর জালাগুলোর মুখে ঢাকনা এঁটে দিয়ে সবসুদ্ধ চললো কাশেমের বাড়ী, তেল ব্যবসায়ী সেজে।

বাড়ীর মালিক এখন আলিবাবা। দেউড়ীতে লোক পাহারা থাকলেও দরজা বন্ধ থাকে সব সময়। সন্ধ্যার সময় সর্দ্দার জালা বোঝাই ঘোড়াগুলি নিয়ে সেখানে এসে থামলো।

দেউড়ীর বাইরে এত ঘোড়ার পায়েরশব্দ—কে আবার এলো এ সময়? জানালা খুলে পাহারাওলা বললে "কে?" সর্দ্দার বললে "আমি একজন সওদাগর। তেলের কারবার করি। এ বাড়ীটির মালিক কে জানতে পারি?"

পাহারাওলা বললে "এ বাড়ীর মালিক হচ্ছেন

আলিবাবা সাহেব। সহরের সেরা ধনী আর খুব দিলদরিয়া।”

সর্দ্দার বললে “বেশ! বেশ! আমিও তাই চাই। দেখ বাপু, এতগুলো তেল ভর্ত্তি জালা নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। রাত্রের মত একটু থাকবার ঠাঁই চাই। তোমার মনিব সাহেবকে বলবে একবার আমার কথা—যদি তিনি মেহেরবানি করেন?”

পাহারাওলা গিয়ে তক্ষুনি আলিবাবাকে নিয়ে এলো। দরজা খুলে আলিবাবা বললে কোথায়রে সওদাগর সাহেব?” সর্দ্দার তখন বাড়ীর সামনেটা একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলো। আলিবাবার কথায়

তাড়াতাড়ি এসে বললে "এই যে জনাব আমি, আস্-সালাম আলায়কুম।" আলিবাবা বললে, "ওয়ালেকুম আস্সালাম সাহেব, আসুন! আপনার মাল কোথায়?"

"এই যে সাহেব, পথে……ঘোড়ার পিঠে বোঝাই", জালা বোঝাই ঘোড়াগুলো দেখিয়ে দিলে সর্দার।

খুসী হয়ে উঠলো আলিবাবা "বেশ! বেশ! নিয়ে আসুন সব ভেতরে। রাখবার জায়গার অভাব হবে না। খুব খাতির করে সে সর্দারকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলো। ভেতর বাড়ীর উঠোনে নিয়ে রাখলো জালাগুলো আর ঘোড়াগুলো আস্তাবলে।

সর্দার খুব খুসী। এত সহজে কাজ হাসিল হবে তা সে ভাবতেই পারেনি। লোকজনদের হুকুম দিলে আলিবাবা "বিদেশী মুছাফির এয়েছে……আচ্ছা খানা বানাও, পোলাও, কালিয়া, কাবাব……সেরা খানা চাই।"

একটু হেসে সর্দার বললে "বহত মেহেরবানি জনাব—তবে গরীবের একটি ছোট্ট আরজ আছে।"

আলিবাবা বললে "ওকি কথা সাহেব! এ যে আপনারই ঘর! আরজ আবার কি? হুকুম করুন কি চাই।"

সর্দার বললে "নাঃ—তেমন কিছু নয়। তবে কিনা—মাঝে মাঝে আমার মাথায় বড্ড দরদ হয়।

তাই একটা দাওয়াই খাচ্ছি। ঐ দাওয়াইয়ের জন্য নুন খেতে মানা। আমার খানা যেন বিনা নুনে তৈরী হয়।

"বহুত আচ্ছা সাহাব!" আলিবাবা চলে গেলো বাবুর্চি খানায়। গিয়ে বললে "ওরে শোন! মুছাফির সাহেবের খানায় নুন দিসনি এক ছিটেও। অসুখের জন্য দাওয়াই খান কিনা? তাই নুন খেতে একেবারে মানা।"

মর্জ্জিয়ানা আর খানসামা আবদালা খানা তৈয়ার করছিলো। মনিবের কথায় তারা নীরবে চোখ তুলে চাইলে একে অন্যের পানে। তারপর আলিবাবা চলে যেতেই মর্জ্জিয়ানা বললে "নুন খেতে মানা এ আবার কিরে বাপু? আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছে।" আবদালা বললে "অসুখ বিসুখ হলে আর কি করা যায় বল? হেকিমের আইন মানতেই হবে।"

"তা হবেও বা।" মর্জ্জিয়ানা আবার কাজে লেগে গেলো। নজর কিন্তু রইল তার চারিদিকে। এদিকে হয়েছে কি? খানা পাকাতে গিয়ে তেল গেছে ফুরিয়ে। তেল চাই। আবদালা ডাকলে "মর্জ্জিয়ানা!" দাওয়ায় বসে মর্জ্জিয়ানা বাসন কোশনগুলো মুছে রাখছিলো— ডাক শুনে ভেতরে এলো।

আবদালা বললে "তেল যে আরো কিছু চাইরে। কোর্ম্মা আর কোপ্তা তৈয়ের করতে হবে।"

বিরক্ত হয়ে উঠলো মর্জ্জিয়ানা আগে আন্দাজ করে বলতে পারিসনে ভাঁড়ারের চাবি কার কাছে জানিস তো? মাথা খুঁড়লেও আর এক ফোঁটা জিনিষ পাবিনে! তার নাম হালেদা বিবি। কঞ্জুসের একশেষ।

"বাঃ! তা বলে দু দুটো সেরা খানা বাদ পড়বে? হাত তুলে বসলো আবদালা। একটু ভেবে মর্জ্জিয়ানা

বললে "দাঁড়া, একটা মতলব এঁটেছি। তেলের ভাঁড়টা দেতো·····উঠোনের সেই জালাগুলো থেকে খানিকটা তেল নিয়ে আসি।"

আবদালা বললে "যা হয় কর বাপু, রাত বড় কম হয়নি।"

ঘুরগুট্টি অন্ধকার উঠোন। ভাঁড় হাতে মাজয়ানা গিয়ে একটি জালার ঢাকনা তুললো। অমনি ভেতরে

চাপা গম্ভীর আওয়াজ হলো "হুম্ সময় হয়েছে সর্দ্দার ?" "সর্দ্দার !" চমকে উঠলো মর্জিয়ানা। "সর্ব্বনাশ ! বাড়ীতে তো ডাকাত পড়েছে !" তক্ষুনি সামলে নিয়ে সে তেমনি চাপা স্বরে বললে "না, আরো পরে।" তাড়াতাড়ি ঢাকনা চাপা দিয়ে মর্জিয়ানা গেলো আর একটার কাছে। সেখানেও ঐ অবস্থা। পর পর সাঁইত্রিশটা জালা খুলে দেখলো সে ; সবগুলোর ভেতর বসে আছে একটি করে মানুষ। কেবল মাত্র শেষ জালাটি সত্যি সত্যি তেলে ভর্ত্তি।

পা টিপে টিপে মর্জিয়ানা চলে এলো বাবুর্চ্চিখানার ভেতর। "কিরে তেল পেলি ?" মাথা তুলে বললে আবদালা।

"রেখে দে তোর তেল। সর্ব্বনাশ হতে বসেছে এদিকে।" মর্জিয়ানার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। "সর্ব্বনাশ হতে বসেছে ! তার মানে ?" এগিয়ে এলো আবদালা।

সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে মর্জিয়ানা বললে "এক দুই নয়রে একেবারে সাঁইত্রিশটা ডাকাত লুকিয়ে আছে ঐ জালাগুলোর ভেতর। আর ঐ সওদাগর বেটাই হচ্ছে ওদের সর্দ্দার। শয়তানটা ভারী চালাকী খেলেছে রে আবদালা।"

"তবে উপায় ?" আবদালার মুখে কথা সরছেনা

মর্জিয়ানা বললে "উপায় আমি ঠিক করে ফেলেছি। শোন! আমাদের সব চেয়ে বড় দুটো হাণ্ডা আছে না তা বের করে উনুনের ওপর চাপিয়ে দে শিগগীর!"

পাশের ঘরে থেকে আবদালা হাণ্ডা দুটো বের করে চাপালে উনুনের ওপর। মর্জিয়ানা বললে "চল! এবার সেই সত্যিকার তেলভর্ত্তি জালাটা নিয়ে আসি।"

চুপি চুপি দুজনে গিয়ে তেলের জালাটা নিয়ে এলো। তারপর সব তেল ঢেলে দিলে দুই হাণ্ডার ভেতর। গন গন আগুন—দেখতে দেখতে সমস্ত তেল ফুটতে লাগলো টগবগ করে।

সাবধানে হাণ্ডা দুটো তারা আবার নিয়ে রাখলে উঠোনে। সেই জালাগুলোর কাছে। তারপর নিঃশব্দে জালাগুলোর ঢাকনা খুলে তার ভেতর ঢেলে দিলে ঐ টগবগে ফুটন্ত তেল।

ব্যাস্! কাম ফতে—ডাকাতেরা না পারলে একটু শব্দ করতে, না পারলে নড়তে চড়তে। নিঃসাড়ে প্রাণ দিলে সাঁইত্রিশ ডাকাত, এক্কেবারে বেঘোরে।

কাজ হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে ডাক দিলে খানা তৈয়ার।

খানাপিনা শেষ হলো। আলিবাবা সর্দ্দারকে তার বিছানা দেখিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে নিজের ঘরে। বাড়ীসুদ্ধ সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। সর্দ্দারের

চোখে কিন্তু ঘুম নেই। নিঝুম রাত! পা টিপে টিপে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো। পাশেই পড়েছিল অনেক-গুলো নুড়ি। তা থেকে একমুঠো কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারলে সেই জালাগুলোর গায়ে কৈ কেউ সাড়া দেয়না যে? আবার ঢিল ছুড়লো সে। এবারও তাই, সব চুপ। "দাঁড়া তোদের ঘুম আমি বের করছি!" রেগে মেগে

সর্দ্দার নেমে এলো উঠোনে, জালাগুলোর কাছে। তারপর ঢাকনা খুলেই দুচোখ উঠলো কপালে। কি সর্ব্বনাশ! সবকটা একদম শেষ! বাড়ীর লোকজন তবে আগেই জেনে গেছে সব! ধক্ করে উঠলো তার বুক। দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে সর্দ্দার পালিয়ে গেল সেখান থেকে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সবই দেখছিল—আবদালা আর মর্জিয়ানা। সর্দ্দারের অবস্থা দেখে তারা হেসেই কুটি কুটি।

পরদিন ভোরে উঠেই হৈ চৈ। বিদেশী মুছাফির গেলেন কোথায় ? মর্জিয়ানা তখন গতরাত্রের ঘটনা সকলকে বললে। জালাগুলো খুলে দেখা গেল প্রত্যেকটির ভেতর ছ্যেকাপোড়া হয়ে মরে রয়েছে এক একটা ডাকাত।

বাড়াময় মর্জিয়ানার হা আদর ! আলিবাবা বললে "মর্জিয়ানা তোর জন্যেই সকলে ধনে প্রাণে বেঁচে গেলাম। আজ থেকে তুই আর বাঁদী নোস, আমার বেটি।" বাড়ীর পেছনে ছিল একটা শুক্‌নো পাতকুয়ো। চুপচাপ মুদ্দাগুলোকে তার ভেতর ফেলে কবর দিয়ে ফেললে আলিবাবা।

সঙ্গীদের হারিয়ে মহাখাপ্পা হয়ে উঠলো সর্দার। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে যেমন করে হোক ! নানারকম ফন্দি আঁটতে লাগলো সে। মাস কয়েক চুপ করে রইলো, কোথাও বেরুলোনা তারপর আবার সহরে ফিরে এলো। এবার অন্য বেশে।

আলিবাবার ছেলে হসেন এখন কাজ কারবার চালায়। তারই দোকানের পাশে সে খুললে এক শাল দোশালার দোকান। দেখতে দেখতে চারিদিকে নাম ছাড়িয়ে পড়লো তার। কি দিল দরিয়া মেজাজ ! আর আদব কায়দা ! দিন রাত আমির ওমরাওদের আনাগোনা নাচ, গান, খানাপিনার ধুম লেগে গেলো।

সকলের দেখাদেখি হুসেনও গিয়ে জুটলো সেখানে সর্দার তাকে সবচেয়ে বেশি খাতির করে। না খাইয়ে ছাড়ে না কোনদিন। দুজনে পাতালে দোস্তালি। হুসেনতো গলে জল! এইভাবে চললো।

একদিন হুসেন আলিবাবাকে বললে "বাপজান, দোস্ত আমাকে এত খাতির করে........রোজ রোজ রকমারি খানা খাওয়ায়! একদিন তাকে নেমনতন্ন করলে হয়না?" আলিবাবা বললে "খু—ব! তোমার দোস্তকে খাওয়াবে এ তো খুসীর কথা। নিয়ে এসো তাকে একদিন এখানে।" পরদিন সন্ধ্যার পর হুসেন দোস্তকে বাড়ী নিয়ে এলো। এখানে আজ তার খানা পিনা হবে। ছেলের দোস্ত। আলিবাবা তাকে খুব খাতির করে বসালো। আতর, গুলাব, সিরাজী...... খাতিরের কি ধুম!

খানা তৈরী। তিনজনে বসে গল্প করতে করতে খেতে লাগলো। পরিবেশন করছিলো মর্জ্জিয়ানা। ছদ্মবেশী সওদাগরকে দেখেই তার কেমন কেমন মনে হলো। যেন চেনা চেনা মনে হলো। কড়া নজর রাখলে সে ওর ওপর। দেখলো লোকটা বেছে বেছে নুন দেয়া খানা সব সরিয়ে রাখছে একপাশে। "তবেরে শয়তান। তুমি চলো ডালে ডালে—আর আমি চলি পাতায় পাতায়,—আচ্ছা।" মর্জ্জিয়ানা তক্ষুনি গিয়ে আব-

দালাকে বললে সব কথা। দুজনে বসে মতলব আঁটলো শয়তানটার দফা এবার নিকেশ করতে হবে।

খানা পিনার পর বসলো নাচের আসর। নাচওয়ালী সেজে আসরে ঢুকলো মর্জ্জিয়ানা। পেছনে তম্বুরীন হাতে আবদালা। নাচ সুরু হলো। তার সঙ্গে তম্বুরীনের মিষ্টি বাজনা দেখতে দেখতে আসর জমে উঠলো।

নাচের পর নাচ। খুসী হয়ে আলিবাবা বকশিষ দিলে দুজনকে দুমুঠো সোনার মোহর। দেখাদেখি সওদাগরও হাত ঢোকালে তার জামার ভেতর। মর্জ্জিয়ানা আসবার সময় একখানা ছোরা লুকিয়ে

এনেছিলো ওড়নার আড়ালে। সওদারের ভাব বুঝেই ছোরাখানা বের করে সে ঝ্যাড়াক্সে বসিয়ে দিলে তার বুকে—এক্কেবারে এ ফোঁড়—ও ফোঁড়।

"উঃ!" বুকে হাত চেপে সর্দ্দার পড়ে গেলো মুখ থুবড়ে।

কি সর্ব্বনাশ! ভয়ে আলিবাবার হাত পা কাঁপতে লাগলো। কথা বেরুলোনা গলা দিয়ে। "তবেরে শয়তানী—আমার দোস্তকে খুন? আজ তোকে খুনই করে ফেলবো"—লাফিয়ে উঠলো হুসেন!

শান্তভাবে মর্জ্জিয়ানা বললে "থামো হুসেন সাহেব। ভাল করে দেখ এ তোমার দোস্ত না দুষমন, তারপর যা হয় কোরো!" 'দুষমন কি রকম?" থম্‌কে দাঁড়ালো হুসেন।

মর্জিয়ানা বললে "এ সেই ডাকাতের সর্দ্দার! ছদ্মবেশে তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলো। ভাগ্যিস আমি নজর রেখেছিলাম তাই রক্ষা"—টান মেরে সে খুলে ফেললে। সর্দ্দারের ঝুটা গোঁফ দাড়ী।

"তাইতো! এযে সেই শয়তান। খুব বাঁচা গেছে যা হোক।" মর্জিয়ানার মাথায় হাত রেখে আলিবাবা বল্‌লে বার বার আমাদের তুই নির্ঘ্যাৎ মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলিরে মর্জিয়ানা। সত্যিই তুই আমার বেটি। হুসেনের সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দেবো।

তোকে করবো আমার ঘরের বৌ, বুঝলি ?" আলিবাবা তাকালে হুসেনের পানে। লজ্জায় খুসীতে তার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। মর্জিয়ানারও তাই। বাড়ীর পাশেই মস্ত বড় খেজুর বন। চুপচাপ সেখানে দেয়া হলো সর্দারের কবর। তার পর হলো হুসেনের সঙ্গে মর্জিয়ানার বিয়ে। সাতদিন ধরে চললো ধুম ধাম, খানা পিনা আর নাচ গান।

পুরো এক বছর আলিবাবা আর সেই গুহার পথ মাড়ালেনা কি জানি ওদের কেউ যদি বেঁচে থাকে ; সে তো সব খবর জানেনা। নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেলো বছর। আলিবাবা তখন ক্রমে ক্রমে সব কিছু সরিয়ে আনতে লাগলো সেখান থেকে। এত ধন দৌলতের মালিক এখন একমাত্র আলিবাবা। দুনিয়ায় তার মত সুখী কে ?